# ধর্ম নিরপেক্ষতা বনাম ইসলাম

গত ৪ মার্চ, ২০১৩ ইং তারিখে সংসদে জনৈক মন্ত্রী বললেন আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) ধর্ম নিরপেক্ষ ছিলেন। তার এই কথাটি কি আসলেই ঠিক? না রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কুরআন সুন্নাহর বিকৃতি। বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ। তাই কুরআন সুন্নাহর আলোকে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছি যে, কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ধর্ম নিরপেক্ষবাদী স্বার্থান্বেষী লোকেরা যুগে যুগে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করেছে। এটাও সে ধারাবাহিকতারই একটি অংশ। নতুবা এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, মুহাম্মদ (সা.) নিজেই ছিলেন ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল। তিনি কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তা স্বত্তেও যদি তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষবাদীরা এটাকে ধর্ম নিরপেক্ষতা মনে করেন তাহলে তাদেরও উচিৎ কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা করে নিজেদেরকে মুহাম্মদ (সা.) এর মতো সত্যিকার ধর্ম নিরপেক্ষ প্রমাণ করা। মূলতঃ আমাদের নবী কেনো, কোনো নবী-রাসূলই ধর্ম নিরপেক্ষ ছিলেন না। কেননা আল্লাহর কাছে সব সময় একটি মাত্র দ্বীন গ্রহণ যোগ্য ছিল যার নাম ইসলাম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণ যোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম।' (সুরা আল ইমরান ৩:১৯)

ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন দ্বীন ধর্ম অথবা অন্য কোন তন্ত্র মন্ত্র যে কেউ গ্রহণ করবে আল্লাহর নিকট তার কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে তার থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করা হবে না। সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।' (সুরা আল ইমরান ৩:৮৫)

এ কারণেই সকল নবী-রাসূলগণের দ্বীন ছিল ইসলাম এবং তারা সকলেই ছিলেন মুসলিম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ

এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' (সুরা হজ্জ, ২২ : ৭৮)

**ইব্রাহীম (আ.) ইয়াকুব (আ.) নিজেরাও মুসলিম ছিলেন এবং সন্তানদেরকে মুসলিম হওয়ার জন্য নসিহত করেছেন :**

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

আর এরই উপদেশ দিয়েছে ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকূবও (যে,) 'হে আমার সন্তানেরা, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দীনকে চয়ন করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেয়ো না। (সুরা বাকারা, ২:১৩২)

**সকলকেই মুসলিম হিসেবেই পরিচয় দিতে হবে। ধর্ম নিরপেক্ষ নয় :**

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্ত র্ভুক্ত'? (সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৩)

**সকলকেই মুসলিম অবস্থায় মরতে হবে ধর্ম নিরপেক্ষ অবস্থায় নয়।**

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আলাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না। (সুরা আল ইমরান, ৩ : ১০২)

**মৃত্যুর পরে যখন কবরে প্রশ্ন করা হবে তোমার দ্বীন কি? তখন উত্তর দিতে হবে ইসলাম।**

**ধর্মনিরপেক্ষ নয় :**

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ : دِينِى الإِسْلاَمُ

ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে তোমার দ্বীন কি? উত্তরে বলবে আমার দ্বীন হলো ইসলাম।

**ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয় । মানুষছাড়া অন্যান্য মাখলুকও মুসলিম :**

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তাঁরা সকলেই আনুগত্য করে (মুসলিম হয়ে গেছে) ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে । (সুরা ইমরান, ৩ : ৮৩)

সুতরাং মানুষ এবং জ্বীনদের কিছু বিভ্রান্ত অংশ ছাড়া সকলেই মুসলিম । কেউ ধর্ম নিরপেক্ষ নয় । আর অমুসলিম কিংবা ধর্ম নিরপেক্ষ অবস্থায় যত নেক আমলই করুক না কেনো তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় ।

বরং তা মরীচিকা । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

আর যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরিচিকার মত, পিপাসিত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে । অবশেষে যখন সে তার কাছে আসবে, তখন সে দেখবে সেটা কিছুই নয় । আর সে সেখানে আল্লাহকে দেখতে পাবে । অতঃপর তিনি তাকে তার হিসাব পরিপূর্ণ করে দেবেন । আর আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী । (সুরা নুর, ২৪ : ৩৯)

পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতিত কোন বিকল্প নেই এ বিষয়টি হাদীস শরীফে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه، أَتَى النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ، فَقَرَأَهُ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – فَغَضِبَ، فَقَالَ: "أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبِعَنِى.

'জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ওমর রা. আহলে কিতাবদের কিতাবের কিছু অংশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে আসলেন এবং তা পাঠ করলেন । এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্বিত হলেন । বললেন, হে ওমর! তোমরা কি (ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের মতো বিভ্রান্তির মধ্যে আছ? ঐ স্বত্তার কসম! যার হাতে আমার জান, নিশ্চয়ই আমি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার একটি দ্বীন নিয়ে এসেছি । ঐ স্বত্তার কসম! যার হাতে আমার জান, যদি মূসা (আ:) জীবিত থাকতেন তাহলে তারও আমার অনুসরণ করা ব্যতিত কোন উপায় থাকতো না ।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১৭২; মুসনাদে আহমদ ১৫১৯৫; সুনানে দারমী ৪৪৩; মেশকাতুল মাছাবীহ ১৯৪)

ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যক্তি যে জান্নাতে যাবে না এর জলন্ত প্রমান হলো আল্লাহর রাসূল (সা.) এর চাচা আবু তালেব । তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সব ধরণের সাহায্য করার পরও ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে জাহান্নামী । যারা ধর্ম নিরপেক্ষ তারা মারা গেলে ইসলাম ধর্মের রীতি নীতি অনুযায়ী বা অন্য কোন ধর্মের নিয়মানুযায়ী তাদের জানাযা, কাফন, দাফন ইত্যাদি না করে তাদের ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ অনুযায়ী তাদের ডাস্টবিনে ফেলে রাখা উচিত । যাতে করে কাক, কুকুর, ইদুর, বাদর তাদের খেয়ে ফেলে । ওরা মারা গেলে ওদের জন্য দুআ করাও জায়েজ নেই । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

'নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে । যদিও তারা আত্মীয় হয় । তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী ।' (সুরা তাওবা ৯:১১৩)


**প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:**
**মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া**
(মাদরাস ও মসজিদ কমপ্লেক্স)
**মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড,**
**মোহাম্মদপুর, ঢাকা ।**


**বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন**
www.jumuarkhutba.wordpress.com
www.furqanmedia.wordpress.com
www.khutbatuljumua.wordpress.com
www.markajululom.com